তারিখ 1 1-NOV-2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

প্রথম আলো

এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদন

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা বিরাজ করছে বহুমুখী বৈষম্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় শহর ও গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজ করছে বিশাল বৈষম মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও প্রকট। উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় লৈঙ্গিক বৈষম্যও চো পড়ার মতো।

'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড এডুকেশন ওয়াচের অষ্টম প্রতিবেদনে কথা বলা হয়েছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের ৭৮ ভাগই বলেছেন, তা পাঠক্রমের সবল বা দুর্বল দিক সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ৩৫ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন, শিক্ষ মানোন্নয়নের জন্য তাঁরা কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ নেননি। ১০ শতাংশ শিক্ষক স্বীকার করেছে তাঁদের বাড়তি পড়াশোনার কোনো অভ্যাসই নেই।

গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি ভবনের আরডিইসি মিলনায়ত প্রকাশনা উৎসবে 'এডুকেশন ওয়াচ-২০০৭: মাধ্যমিক শিক্ষামান ও সমতাসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূ শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। গণসাক্ষরতা অভিযা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, 'সরকার শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে শিক্ষা গুণগত মান বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি সুশীল সমাজ, এনজি সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।'

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগতমান বাড়ানোর জন্য ছাত্র-শিক্ষকের সুসম্প এবং পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষার বাইরে সার্বিক শিক্ষা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি পাঠক্রমের উন্নয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কারের কথাও বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচের চেয়ারম্যান কাজী ফজলুর রহমান। বিশে অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদার।

এডুকেশন ওয়াচের আহ্বায়ক আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী বলেন, মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞা ও মানবিক বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া দরকার। মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের চলাফেরা নিরাপত্তা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এডুকেশন ওয়াচের গবেষক স রঞ্জন নাথ। স্বাগত বক্তব্য দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. আজিজুল হক